দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার



চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ সরেজমিনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন পরিদর্শন করেন। পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্ত বৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পূজার নিরাপত্তাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ বছর ১২১টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি পূজা মণ্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও সার্বক্ষণিক পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন । এছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি এবং ট্রাফিক পুলিশ সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করছেন।পূজা মন্ডপ পরিদর্শন কালে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) অফিসার ইনচার্জ, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ মাহমুদুর রহমান সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ।

তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টিত কালীগঞ্জের পূজা মন্ডপগুলি



কালীগঞ্জে পূজা মন্ডপের
নিরাপত্তায় থানা পুলিশ

শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বিদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সারদীয় দূর্গোৎসব। কালীগঞ্জ উপজেলায় মোট ৫৩টি মন্ডপে সার্বজনীন দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কালীগঞ্জের পূজামন্ডপগুলি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা চাদরে ঢেকে ফেলেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়নে ২৯টি স্থায়ী ও ২৪টি অস্থায়ী মন্ডপে এ বছর সার্বজনীন দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ১০টি, গুরুত্বপূর্ণ ১১টি ও সাধারণ ৩২টি পূজা মন্ডপ রয়েছে। পূজা মন্ডপ, পূজারী ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ৩৩২ জন আনসার, প্রতিটি বিটে একটি করে মোবাইল টিম ও দুইজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে ১টি করে ষ্ট্রাইকিং টিম সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করছে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু নিরঞ্জন চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘দূর্গাপূজা উপলক্ষে আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি। গতকাল শুক্রবার রাত থেকে ষষ্ঠি পূজার মাধ্যমে দূর্গোৎসব আরম্ভ হয়েছে।

পূজা উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে।’

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ ফায়েজুর রহমান বলেন, ‘কালীগঞ্জ থানা এলাকার ৫৩টি পূজামন্ডপে উৎসবমুখর পরিবেশে সনাতন ধর্মাবলম্বিরা পূজা অর্চনা করবেন। প্রতিটি মন্ডপই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই পূজা মন্ডপ, পূজারী ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাদানে তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি পূজা মন্ডপ সিসি টিভি ক্যামেরার আওতায় একটি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন



মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে গাংনী উপজেলার সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির কমিটির নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন তারা।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কনফারেন্সে মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজারীদের কটাক্ষ করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং

জেলা প্রশাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদানের বন্টনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে গাংনী উপজেলার ২২টি মন্দিরের বরাদ্দকৃত অনুদানের মালামাল অশোক চন্দ্র বিশ্বাস তুলে এনে উপজেলার ৯টি মন্দিরে না দিয়ে চরম অন্যায় করেছে।

অনুদান না পাওয়া ৯টি মন্দির হলো ষোলটাকা দাসপাড়া কালি মন্দির, ষোলটাকা কর্মকার পাড়া দুর্গা মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া দুর্গা মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালি মন্দির, গাংনী দাসপাড়া কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা এসময় অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি শ্রী সুশান্ত কুমার পাত্রের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’